দৈনিক খবর

তারিখ ... 12 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম ... ...

CU 003

অনিয়ম ও প্রশাসনিক

৬-এর পাতার পর

'৮৭-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মোট ৪২ জন শিক্ষক চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন। ইতিমধ্যে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক শ্রী রমেশ চন্দ্র রায়কে ডেপুটেশনে বিআইটি চট্টগ্রামের 'পূর্বপদে নিয়োগ না করে ঢাকাস্থ বিআইটি কাউন্সিল অফিসের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক জনাব সৈয়দ মতিনুর রশীদ গত চার মাস ধরে ঢাকাস্থ কাউন্সিল অফিসে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠানে মাত্র তিনটি অধ্যাপকের পদ রয়েছে। এ দু'জন অধ্যাপককে ঢাকাস্থ অফিসে কাজে নিয়োগ করাতে বিআইটি চট্টগ্রামে মাত্র একজন অধ্যাপক রয়েছেন। তিনি একদিকে যন্ত্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং গত ২৪শে আগস্ট '৮৭ থেকে ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। মাত্র ক'দিন আগে ২ জন সহযোগী অধ্যাপক এবং ২ জন প্রভাষক উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ চলে গেলে ডিসেম্বর '৮৭তে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ৩৬-এ নেমে আসে। এদের মধ্যে অধ্যাপক- ১, সহযোগী অধ্যাপক- ৫, সহকারী অধ্যাপক- ৬, প্রভাষক- ২৪ জন। ঢাকা, খুলনা এবং রাজশাহী বিআইটিসমূহও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বিআইটি চট্টগ্রামে নতুন প্রথম বর্ষে ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্রসহ সর্বমোট নয়শ' ছাত্র আছে এবং কর্তৃপক্ষ পুরাতন প্রথম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষার আগে নতুন প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছেন" বলে জানা যায়। পাঁচটি বর্ষের ক্লাস এক সাথে চালু হলে উল্লেখিত মাত্র ৩৬ জন শিক্ষক দিয়ে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তা অনেকের কাছে বোধগম্য নয়। যদিও সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষক স্বল্পতাসহ বহু সমস্যা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি না চলার মত চলেছিল। ছাত্রদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন এবং পূর্বের চাইতে অধিক দক্ষ প্রকৌশলী বের করার উদ্দেশ্যেই যেহেতু এ স্বায়ত্তশাসিত বিআইটি করা হয়েছে সেহেতু প্রধান অধ্যাপকদেরকে প্রতিষ্ঠানের বাইরে কাউন্সিল অফিসে নিয়োগ করা হলে ছাত্ররা নবীন শিক্ষকদের থেকে কিভাবে এবং নবীন শিক্ষকরাই বা কার কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিবেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক সৈয়দ মতিনুর রশীদ গত ১৭ই আগস্ট '৮৭ তারিখে ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাস ছেড়ে আসার পর সাড়ে চারটি মাস অতিবাহিত হলেও কি কারণে তিনি সেখানে ফিরে যাচ্ছেন না তা বিআইটি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অবগত থাকার কথা। তিনি বিআইটি চট্টগ্রামের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আড়াই বছর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর বেতন পাওয়ার কথা; কিন্তু তিনি তাঁর কর্মস্থলে সাড়ে চার মাস অনুপস্থিত। বিআইটি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিভাগে এসব বিষয়কে দেখছেন তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে, অধ্যাপক রমেশ রায় যেখানে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন এবং যে বিভাগে বর্তমানে মাত্র পাঁচজন শিক্ষক আছেন (সহযোগী অধ্যাপক ২, সহকারী অধ্যাপক ১ এবং প্রভাষক ২) সেখানে তাঁকে নিয়োগ না দিয়ে কাউন্সিল অফিসে নিয়ে আসার উপযোগিতা কতটুকু? যতটুকু জানা যায়, গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে রমেশ রায় তাঁর কর্মস্থলে ছিলেন, দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু তাঁর বেতন-ভাতাদি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। একজন সরকারী চাকরিজীবী শিক্ষক যিনি জীবনের বাইশটি বছর শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁকে পাঁচ মাসের বেতনভাতা না দেয়া সত্যিই দুঃখজনক। বিআইটি চট্টগ্রামের শিক্ষক সমিতি বাবু রমেশ রায়কে বিআইটি চট্টগ্রামের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করার জন্য বার বার কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন সাড়া দেননি; বরং রমেশ রায়কে শিক্ষক সমিতি করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে হুমকির মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক সমিতি করতে পারবে না বলে বর্তমানে কোন আইন রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

শিক্ষক সমিতি বিআইটি চট্টগ্রাম-এর কার্যকরী কমিটি থেকে গত মে '৮৭-তে প্রশাসনের নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির ব্যাপারে কাউন্সিল অব ইন্সটিটিউটস বিআইটি'র ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে বিষয়গুলো তদন্তের জন্য একটি ২৪ পৃষ্ঠার গোপনীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর থেকে অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট মহলটি তৎপর হয়ে উঠে এবং তাঁরা কাউন্সিলের সদস্যদেরকে সমিতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা বানোয়াট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য পরিবেশন করেন। বাবু রমেশ রায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন বলেই তার বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে অনেকেরই ধারণা। কিন্তু উক্ত প্রতিবেদনের বক্তব্যগুলো সঠিকভাবে যাচাই করার ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও সে তদন্তের ধরন ও পদ্ধতি যে কি ছিল তা তদন্ত কমিটির সম্মানিত সদস্যরা অবগত আছেন। তাঁরা প্রতিবেদনের উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের গভীরে যাননি বলে অনুমান করা যায়। বিআইটি অধ্যাদেশ মোতাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ৩১শে জুন '৮৬ পর্যন্ত কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি পহেলা জুলাই '৮৬ হতে স্বায়ত্তশাসিত বিআইটিতে ন্যস্ত করা হয়। বিআইটিসমূহে অভিজ্ঞ শিক্ষক না থাকলেও চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আকম রেজাউল করিম যাতে করে বিআইটি চট্টগ্রাম বা অন্য কোন বিআইটিতে চাকরি নিতে না পারেন সে ব্যবস্থা বিআইটি কর্তৃপক্ষ করেছেন বলে জানা যায়, যদিও মাননীয় সরকার জনাব করিম সাহেবকে বিআইটিতে নিয়োগের ব্যাপারে নির্দেশ জারি করেছিলেন। যতটুকু জানা যায়, বিআইটিসমূহে সহকারী অধ্যাপক হতে উপরের দিকের শিক্ষক পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিলেও শিক্ষক পাওয়া যায় না। প্রতিটি বিআইটিতে বহু পদ শূন্য রয়েছে। আবার সিলেকশন কমিটি কর্তৃক কোন প্রার্থীকে নেয়ার কিছুদিন পর সে প্রার্থী কাজে যোগ দিচ্ছে না— এ ধরনের বহু উদাহরণও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে অধ্যাপক পদের শিক্ষকদেরকে মূল প্রতিষ্ঠানে না রাখা এবং প্রবীণ অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ না করার বিষয়টি কি পছন্দ অপছন্দের উপর ছেড়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত? এ ধরনের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কি এসব বিআইটি'র জন্ম হয়েছিল? মনে হচ্ছে বিআইটিসমূহ একটি পকেট অর্গানেজেশনে পরিণত হয়েছে এবং চট্টগ্রাম বিআইটি এর উজ্জ্বল প্রমাণ। বিআইটি কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয় সরকার দেশের প্রকৌশল শিক্ষার সার্বিক স্বার্থে উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিবেন বলে মনে করছি। চট্টগ্রাম বিআইটিতে সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিকেল ও ইলেকট্রনিকস-এ তিনটি বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী প্রদানের জন্য বর্তমানে একজন অধ্যাপকসহ যে ৩৬ জন শিক্ষক রয়েছে তা কি যথেষ্ট নয়? আমরা কি একই ধরনের ডিগ্রী প্রদানকারী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অন্ততঃপক্ষে শিক্ষক সংখ্যার দিক থেকে তুলনা করে এ কথা বলতে পারি, চট্টগ্রাম বিআইটিতে এখন যেখানে মাত্র একজন নবীন প্রফেসর রয়েছেন সেখানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র একটি বিভাগে রয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ প্রফেসর। দেশের মেধাবী ছাত্রদেরকে বিআইটিসমূহ ভর্তি করিয়ে যদি উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ না করে প্রকৌশলী তৈরী করার স্বপ্ন দেখলে তা সত্যিই ভুল হবে এবং এ ভুলের মাশুল দিতে হবে এসব মেধাবী ছাত্রদের অভিভাবককে, আমাদের এ দেশের জনগণকে এবং এ দরিদ্র দেশ বাংলাদেশকে।